শ্রীপৃথুমহারাজের প্রতি শ্রীসনৎকুমারের উপদেশপ্রসঙ্গেও বহুল জ্ঞানোপদেশের পর বলিয়াছেন—হে রাজন্! যাঁহার চরণকমলের অঙ্গুলিসমূহের কান্তিচ্ছটা স্মরণ-প্রভাবে 'রাশি রাশি কর্ম্মদ্বারা গ্রথিত অহঙ্কাররূপ-হৃদয় গ্রন্থি' যে প্রকার সুখে ছেদন হইয়া থাকে, সেই প্রকার শ্রীভগবানে ভক্তিহীন সংযতেন্দ্রিয়বর্গ-যোগিগণও হৃদয়গ্রন্থি সুখে ছেদন করিতে পারে না। অতএব, সেই শরণাগত পালক শ্রীবাসুদেবকে ভজন কর। হে রাজন্! যাঁহারা শ্রীভগবান্‌কে ভবসিন্ধু পারের তরণীরূপে আশ্রয় করে নাই, তাঁহারা কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য্য—এই ছয়টি কুম্ভীরযুক্ত সংসারসাগর অতি দুঃখে উত্তীর্ণ হইতে ইচ্ছা করিতেছেন। তাঁহারা সাধনমার্গে অতিশয় দুঃখ পাইয়া থাকেন। অতএব, তুমি ভগবান্ শ্রীহরির ভজনীয় গুণসমন্বিত চরণকে তরণী করিয়া এই দুস্তর ও দুঃখময় সংসারসাগর উত্তীর্ণ হও। ইতি শ্লোকার্থ ॥ ৪৮ ॥

টীকা চ—তমবেহ জ্ঞানমুপদিষ্টম্। তস্য দুষ্করত্বেন ভক্তিমুপাদিশতি দ্বাভ্যাং যৎপদেত্যাদিকমারভ্য। নন্থ ব্রহ্মবিদাপ্নোতি পরমিতি শ্রুতিঃ কথং যতয়োনোদ্‌গ্রথয়ন্তীত্যুচ্যতে তত্রাহ কৃচ্ছ ইতি। অপ্লবেশাং ন প্লবস্তরণহেতুরীট্ ঈশোযেষাং তেষামিহ তরণে মহান্ কৃচ্ছ্রঃ ক্লেশস্তেহি অসুখেনেন্দ্রিয়ষড়্‌বর্গ গ্রাহং ভবার্ণবং তিতীর্ষন্তি তস্মাতুড়ুপং প্লবং দুস্তরার্ণবমিত্যেষা। সমানপ্রাপ্যয়োরপি পথোরেকস্য দুর্গমত্বকথনেনান্যস্যাভিধেয়ত্বং স্বতএব সিধ্যতি। অত্র তিতীর্ষন্তিমাত্রং নতু তরন্তীত্যর্থোঽপি জ্ঞেয়ঃ ॥ ৪ ॥ ৩২ ॥ সনৎকুমারঃ শ্রীপৃথুম্ ॥ ৪৮ ॥

টীকার ব্যাখ্যা—পূর্ব্বশ্লোকে নিত্যমুক্ত বিশুদ্ধতত্ত্ব জানিবার জন্য জ্ঞানোপদেশ করিয়াছেন, কিন্তু সেই জ্ঞান অতি দুঃখদ বলিয়া ২টী শ্লোকে সুখময়-ভক্তিমার্গের উপদেশ করিয়াছেন। যাঁহারা চরণযুগলের পলাঙ্গ অর্থাৎ অঙ্গুলিসকলের যে বিলাস অর্থাৎ কান্তি, সেই কান্তি সম্বন্ধিনী ভক্তি অর্থাৎ স্মৃতি দ্বারা কর্ম্মাশয়—অহঙ্কার রূপ হৃদয়গ্রন্থি যাহা রাশি রাশি কর্ম্মদ্বারা গ্রথিত, সেই হৃদয়গ্রন্থি ছেদন করিয়া থাকেন। কিন্তু যাঁহারা রিক্তমতি যাঁহাদের সংকল্পের বিষয় শ্রীভগবান্ নহেন, সেই যতিপুরুষগণ রুদ্ধস্রোতোগণ হইলেও অর্থাৎ ইন্দ্রিয়বর্গকে বিষয় হইতে প্রত্যাহার করিয়াও ভক্তগণের মত কর্ম্মগ্রন্থি ছেদন করিতে পারেন না। অরণ—শরণ! অর্থাৎ রক্ষকরূপে বরণ। কেন পারে? তাহারই কারণটি "কৃচ্ছোমহানিহ" এই শ্লোকে বলিতেছেন। "অপ্লবেশাং—যাঁহাদের ভবসিন্ধু তরিবার হেতু ঈশ্বর নাহেন। অর্থাৎ শ্রীঈশ্বরকে যাঁহারা ভবসিন্ধু তরিবার আশ্রয় করেন নাই, তাঁহাদের এই